

ଅଦୃଶ୍ୟମାନ- ଶିଖାଟି

Released
20-11-1937

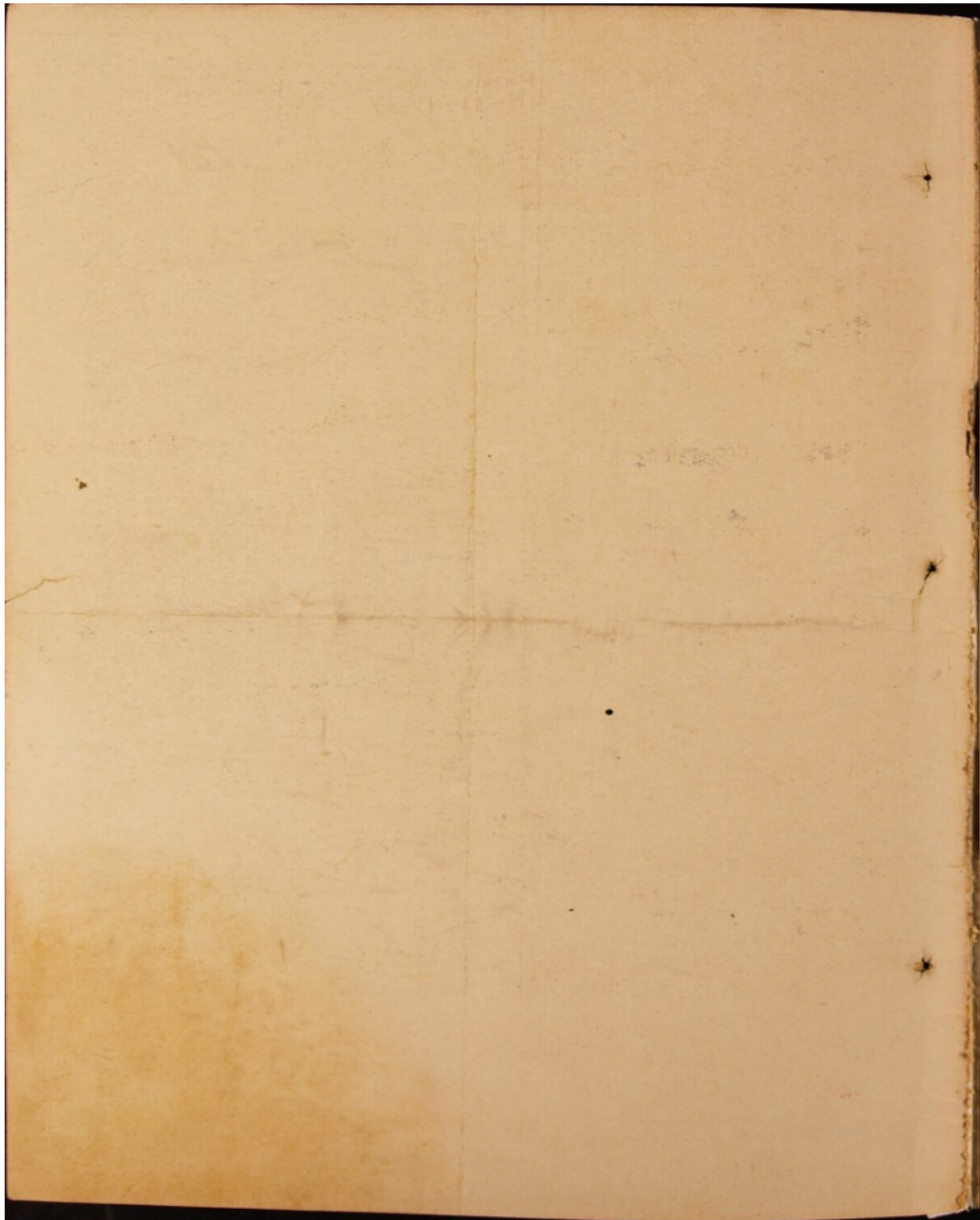
© Malabatal



ଦାସ୍ୟଃ ପ୍ରାଚୀନ



ମେଣ୍ଟ



কালী ফিল্মসের নবতম নিবেদন

"কাদি - সাংসাদ"



ভৎ সহ -

সবোধ রায়ের হাসির ফোয়ারা

"খাণী - ওদল"

১৯৩৭

চিত্র-পরিবেশক : স্নীতেন এণ্ড কোং

শুভ-উদ্বোধন : শনিবার, ২০শে নবেম্বর ১৯৩৭

উত্তরা

সর্বশ্রেষ্ঠ
সেই বিখ্যাত ডব্লিউ লিপি

সর্বশ্রেষ্ঠ
সেই বিখ্যাত ডব্লিউ লিপি

সুন্দর সভাগণ



নন্দ লাল
মিত্র



টুনি দি
ভূষা দেবী



পদ্ম মধু
চিত্রা দেবী



খুশি
আশ্রমী সেন



নিন্দিতা
পদ্মা দেবী



কান্তা
তারু মুখার্জি



শিকার
শচীন ঘোষ



করুণা
সুখময় সেন



বিপ্লবিত
বিজয়নারায়ণ মুখার্জি



পূর্ণা
সত্যজিত রায়



মোহন
সুরেন ভৌমিক



সত্যপদ পার্থী
দেবী ব্যানার্জি



অনন্ত
সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়



লালিতা
মিছরি শিখর



নন্দিনী
বিজয় নন্দিনী



অনন্ত
সুখময় মুখার্জি



পূর্ণা
সত্যজিত চট্টোপাধ্যায়



খুশি
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়



নিন্দিতা
শৈলেন চট্টোপাধ্যায়

কালী ফিল্মসের

কালী ফিল্মস

হাসির নক্সা

প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর

প্রয়োজনায়—

কচি-সংসদ

পরিচালক : জ্যোতিষ মুখার্জি

গল্প-গঠন ও গীতিকার : সুবোধ রায়

প্রধান যন্ত্র-শিল্পী : মধু শীল

আলোক-চিত্রী : বিভূতি লাহা

শব্দধর : যতীন দত্ত

সঙ্গীত-পরিচালক : হরিপ্রসন্ন দাস

রসানাগারাধ্যক্ষ : কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জি

আলোক-সম্পাতকারী :

সুরেন চ্যাটার্জি

স্থির-চিত্র-শিল্পী : বিভূতি চ্যাটার্জি



নকশা :
ললিত মিত্র

প্রধান ব্যবস্থাপক : সতীশ সরকার

শিল্প-নির্দেশক : পরেশ বসু

সম্পাদক : সন্তোষ গাঙ্গুলী

রূপ-শিল্পী : পঞ্চানন দাস

তত্ত্বাবধায়ক : জয়নারায়ণ মুখার্জি

• — সহকারী —

পরিচালনায় :

স্নেহময় ব্যানার্জি

শব্দ-শিল্পে :

বিমল চাকলাদার ও

জিতেন ব্যানার্জি

রসায়নাগারে :

ননী চ্যাটার্জি, গোপাল

গাঙ্গুলী, শৈলেন ঘোষাল,

সুশীল গাঙ্গুলী, ধীরেন দাস,

জীবন ব্যানার্জি ।

পরশুরাম বিরচিত

কচি-সংসদ



“বিচিত্র এ বিশ্বমাঝে
বৈচিত্রেরই লীলা বয়ে যায় !”

দেশে ক্রমেই কচি ও কাঁচার দল বেড়ে চলেছে। সময় থাকতেই তাঁদের সুবুদ্ধি হওয়া দরকার—নইলে “কচি-সংসদ”এর প্রেসিডেন্ট কেণ্টর মত তাঁদের হাস্যকর ছরবস্থা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়! কেণ্টর কাহিনী শুন্তে চান? তবে বলি শুনুন।

কাশীর বিখ্যাত যাদব ডাক্তারের ছেলে কেণ্ট যখন পিতৃহীন হ'ল তখন তার বয়স চব্বিশ কী পঁচিশ। বাপের অগাধ সম্পত্তি—কিন্তু কিছুতেই বিয়ে কোরতে রাজী হ'ল না। বিষয়-আশয়ের দিকেও নজর তেমন ছিল না।



খেয়ালমত দিনকতক ছবি আঁকলে, তারপর আমসত্ত্বর কল কোরে কিছু টাকা ওড়ালে—অবশেষে কোল্‌কাতায় গিয়ে কতকগুলো ছোঁড়ার সর্দার হ'য়ে একটা সমিতি খুললে।

এই সমিতির সেক্রেটারী শ্রীমান্‌ পেলব্‌ রায়। তার পিতৃদত্ত নাম ছিল প্যালারাম। বি, এ পাশ করার পর সে মধুপুরে আশু মুখ্য্যোকে গিয়ে ধরলে যে, ইউনিভারসিটি সার্টিফিকেটে তার নাম বদলে পেলব্‌ রায় কোরে দিতে হবে; সার আশুতোষ এক ভলুম্‌ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া নিয়ে তাড়া কোরলেন। সেই থেকে ডিগ্রির মায়া ত্যাগ কোরে সে নিছক পেলব্‌ রায় হ'য়েছে।

কেষ্টর আপন মামা ডুম্‌রাওনের মক্কেলহীন মোক্তার নকুড় চৌধুরী। ইনি সম্পর্ক নির্বিশেষে সকলেরই সরকারী মামা। কেষ্ট কোল্‌কাতায় এসেছে এই খবর পেয়ে কোল্‌কাতার ব্রজেন উকিল কেষ্টর সঙ্গে দেখা কোরতে গেলেন—কিন্তু দেখা হ'ল নকুড়-মামার সঙ্গে। কেষ্টর কথা জিজ্ঞাসা করায় নকুড়-মামা বিরক্তি মিশ্রিত অপরূপ ভঙ্গিতে ও ইঙ্গিতে পাশের ঘর দেখিয়ে দিলেন। আড়াল থেকে ব্রজেনবাবু অবাক হ'য়ে দেখলেন যে,



পাশের ঘরে “কচি-সংসদ”এর অধিবেশন চলছে। একটি নতুন ‘কচি’ দীক্ষিত হ’চ্ছে। সে শপথ কোরছে যোলটি : ‘কখনও গৌফ কিংবা দাড়ী রাখব না, ‘চুল ছোট কোরে ছাঁটব না’—ইত্যাদি। এরপর নাকি যোল কাপ চা উড়বে ও যোল টিন সিগারেট পুড়বে।

এদিকে কেষ্ট একদিন কোলকাতায় ভুবনবাবুর বাড়ী গিয়ে হাজির। যাদববাবু বেঁচে থাকতে কথা দিয়েছিলেন যে, এই ভুবনবাবুর বোন পদ্মমধুর সঙ্গে কেষ্টের বিয়ে দেবেন! ভুবনবাবু ছিলেন অতিশয় ভাল মানুষ—যেন স্থানু ইঞ্জিন; আর তাঁর স্ত্রী টুনিদিদি রীতিমত করিংকশ্মা—এই ইঞ্জিনের ষ্টিম্। কেষ্টকে দেখে ভুবনবাবু ঠিক কোরেছিলেন সে নিশ্চয়ই পদ্মকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। কিন্তু টুনিদি’র মনে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল এবং অবশেষে দেখা গেল টুনিদি’র অনুমানই ঠিক। কারণ, বিয়ের প্রস্তাব করাতে কেষ্ট নাটকীয়-ভঙ্গিতে “কচি-সংসদ”এর নিয়মাবলী বের কোরে “Vide শপথ নং ১৬” বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে এখানে বলে রাখা



ভাল, সংসদের শপথ নং ১৬ হচ্ছে: "কোন বিশেষ তরুণীকে বিবাহ না কোরে বিশ্বতরুণীর উদ্দেশ্যে হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন কোরবে।" তারপর দেখা গেল, "কচি-সংসদ"এর এক জরুরী অধিবেশন। কেটে বোম্বাইয়ে যাচ্ছে—তাই সংসদের সভ্যরা তাকে অপক্লম গড়ে ও পড়ে বিদায়-অভিনন্দন জানাচ্ছে। যাবার সময় কেটে বলে গেল যে, সে



বোম্বাইয়ে ফিল্মশিল্প শিখতে যাচ্ছে এবং ফিরে এসেই “কচি-সংসদ”এর একটা ফিল্ম তুলবে।

এর কিছুদিন পরে টুনিদি’ পদ্মর সঙ্গে একদিন ব্রজেনবাবুর বাড়ী এসে হাজির। নানা গল্পের মধ্যে কেঁপের অদ্ভুত ব্যবহারের জন্ম হুঃখ কোরে জানালেন যে, তাঁরা দারজিলিং যাচ্ছেন এবং ব্রজেনবাবুর স্ত্রী



বিছাল্লতাকেও পূজার ছুটিতে দারজিলিং যাবার জন্য নিমন্ত্রণ কোরে গেলেন।

যথাসময়ে নানা মতলবের ফাঁড়া কাটিয়ে সস্ত্রীক ব্রজেনবাবু দারজিলিং হাজির। একদিন সকালে বেড়াতে বেরিয়ে ব্রজেনবাবু দেখলেন কুয়াসাচ্ছন্ন ক্যালকাটা রোডে ডুম্‌রাওণের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী নয়—পথের পাশে খাদের ধারে এক বেঞ্চিতে বসে আছেন ডুম্‌রাওণের মোক্তার ওরফে আমাদের নকুড়-মামা। তার মাথায় ছাতা, গলায় কম্বুটার, গায়ে ওভারকোট, চক্ষুতে স্ৰকুটি, মুখে বিরক্তি। আমাকে দেখে বললেন, “ব্রজেন নাকি?”

তারপর কিছুক্ষণ পরে নকুড়-মামা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরলেন



—“এই দারজিলিংয়ে লোকে আসে কি কত্তে হ্যা? ঠাণ্ডা চাই? কল্কাতায় ত আজকাল টাকায় এক মন বরফ মেলে, তারই গোটা কতক টালির ওপর ওয়েলক্রথ পেতে শুলেই চুকে যায়, সম্ভার শীত ভোগ হয়। উচু চাই—তা না হ’লে সৌখিন বাবুদের বেড়ানো হয় না? কেন রে বাপু, ছু-বেলা তালগাছ চড়লেই ত হয়। যত সব হতভাগা—।”

কথায় কথায় নকুড়-মামার কাছে খবর পাওয়া গেল যে, কেষ্ট আসছে দারজিলিংয়ে বিয়ে কোরতে। বিয়ে কোথায়—কার সঙ্গে তিনি তা’ জানেন না। তবে ইতিমধ্যেই বরযাত্রের দল—সেই “কচি-সংসদ” এসে নরক গুলজার কোরেছে।

নকুড়-মামার নিমন্ত্রণে ব্রজেনবাবু সন্ধ্যায় মুন্শাইন্ ভিলায় গিয়ে দেখে-শুনে তাঁর চক্ষুস্থির! একদিকে “কচি-সংসদ”এর সদস্যেরা, অপরদিকে অপরূপবেশে কেষ্টর আগমন এবং তার বেশভূষা ও তার প্রেম সম্বন্ধে অপরূপতর ব্যাখ্যা।



কেষ্ঠ: চাঁদু



শিহরণ সেন: শচীন



লিত কানাহি: বিজয় নারায়ণ



লালিমা পাল (পু): মিত্রী



দোদুলদে: সুরেন



তাশ হালদার-নরেশ



পেলব ঝায়: সত্যব্রত



তালিবিং কর: সন্তোষ

মোদাকথা জানা গেল যে, পাত্রী টুনিদি'র ভগ্নী পদ্মমধু—তবে
বিয়ে হবে 'কোর্টশিপ' কোরে নয়—'হাই-কোর্টশিপ' কোরে 'ম্যাটি, মোনিয়াল,
আর 'লীগ্যাল' এই ছ' রকম অভিজ্ঞতা থাকতে কেষ্ঠ ব্রজেনবাবুকেই এই
হাইকোর্টের বিচারপতি মনোনীত কোরলেন। এই জজের হাতে লাঞ্ছনা এবং



ভূতন-গগন চ্যাটার্জি



ব্রজেন-প্রফুল্ল মুখার্জি



নবুড়মায়া - লালিত মিত্র



বিদ্যুৎলতা - পদ্মাবতী



তুনিদি - উষ্মা দেবী



পদ্মা - চিত্রা দেবী

অবশেষে নিরুপায়ের উপায় অবলম্বন কোরে কেষ্ট কী রকম হেরে জিতুলো
তার বিবরণ পাবেন পর্দায় !



স্বপ্ন

(১)

আমরা কচি ও কাঁচার দল
 আমরা সবুজ আমরা অবুঝ
 আমরা চির-চপল ।

নিয়ম নীতির মানি না ধার
 যুগ-ধর্মের নব অবতার

বসনে ভূষণে নবীন ফ্যাশানে
 বহাই রসের ধার,
 ধরণীর হাড়ে গজাইয়া তুলি
 শ্যামল ছুর্বাদল ॥
 —“কচি-সংসদের সভ্যবৃন্দ”

(২)

খোল দ্বার খোল দ্বার

ডেকে নাও অন্তর লোকে

বাহিরে রেখোনা আর ।

হেরিনু যে ছবি স্বপনে

শুনেছি যে গান পবনে

ফুটাও তাহার মৌন মাধুরী

শূন্য প্রাণে আমার ॥

চির পথ চাওয়া হে মোর অতিথি

আজি উৎসব পূর্ণিমা তিথি

হৃদয় আমার সেই উৎসবে

লহ পূজা উপহার ॥

—“পদ্মমধু”





(৩)

দেখা দাও দেখা দাও পরাণ বধু মম ।
তোমাতে না পেলে হায় ধরনী সাহারা সম ॥
মোর লাগি যে মানসী
গড়িলে বিরলে বসি,
লুকালে তাহারে কোথা
হায় বিধি নিরমম ॥
ওই ছুটি রান্ধা-পায় পরাণ বিকাতে চায়
নিঃস্বের লহ পূজা বিশ্ব-নায়িকা মম ॥

—“কচি-সংসদের সত্যবৃন্দ”

ওহে সুন্দর মম লহ এ মোর

পূজার ডালা ।

মোর মনের মাধুরী মিশায়ে গেঁথেছি

বনের কুসুম মালা ॥

তোমার প্রেমের আলো

আমার হৃদয়ে জ্বালো

সে হোম শিখায় হউক তোমার

বন্দনা দীপ জ্বালা ॥

—“পদামধু”



১৯৩১
বিষ্ণুনাথ চাকর
স্বাক্ষর : কালী

। চান্দাঙ্কুর ভাঙ্গা ও জম নতি
। গোলাপ্য নকশা, বিষ্ণুনাথ
। স্বাক্ষর নকশা ১৯১৭

প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর
প্রযোজনায়



“সুবোধ রায়েবর” - “ঘালা বদলে”

পরিচালক : জ্যোতিষ মুখার্জি
আলোক-চিত্রী : শ্রাম মুখার্জি
সঙ্গীত-পরিচালক : জ্ঞান দত্ত
রসায়নাগারাদ্যক্ষ : কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জি
রূপ-শিল্পী : পঞ্চানন দাস

শব্দধর : মধু শীল
ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী
শিল্প-নির্দেশক : পরেশ বসু
সম্পাদক : সন্তোষ গাঙ্গুলী
প্রধান ব্যবস্থাপক : সতীশ সরকার

— সহকারী —

পরিচালনায় : মেহময় দত্ত
রসায়নাগারে : ননী চ্যাটার্জি, গোপাল গাঙ্গুলী, শৈলেন ঘোষাল,
সুশীল গাঙ্গুলী, ধীরেন দাস, জীবন ব্যানার্জি।
শব্দশিল্পে : যতীন দত্ত ও বিমল চাকলাদার।



সন্ধ্যা—চিত্রা দেবী

মালতী—সাবিত্রী

দলপ্যাংক্ষ

নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বের সময়—যখন নূতনের প্রবাহ পুরাতনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেই যুগ-সংঘর্ষের সময় অনেকেই বুদ্ধি ও ব্যবহারের সামঞ্জস্য রক্ষা কোরতে পারেন না। শুধুই লঘুচিত্ত যুবজনেরা নহে, গুরুগস্তীর গুরুজনেরাও যুগধর্মের চঞ্চল প্রবাহে থাকতে পারেন না—তাদের বুদ্ধির তরী বান্চাল হ'য়ে যায় এবং অবশেষে তাঁরা নিজেদের বুদ্ধির দোষে ঠকে 'এ-যুগের ছেলেমেয়েদের' তিরস্কার ও লাঞ্ছনা কোরে থাকেন। "মালা-বদল" তারই মধুর হাস্যোজ্জ্বল কাহিনী।



মহামায়া—দেববালা

ভুবনবাবু—প্রকুল মুখার্জি

একটি অবস্থাপন্ন শিক্ষিত, আধুনিক বালিগঞ্জের ভদ্রপরিবার—বাপ (ভুবনবাবু), মা (মহামায়া) ও একমাত্র মেয়ে (মালতী)—সংসার ছিল তাদের শান্তির নীড়। ভুবনবাবু বুদ্ধিমান, শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ; ফলে মহামায়া জ্বরদস্ত। মহামায়া মনে করেন যে, স্বামী সমেত সংসারাটিকে তিনিই চালাচ্ছেন। ভুবনবাবু স্ত্রীর এই দুর্বলতা জেনেও প্রশ্রয় দেন—অশান্তির ভয়ে।

এই অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের একমাত্র কন্যার পাণিপ্রার্থী হ'য়ে হয়তো বহু যুবকই ভুবনবাবুর বাড়ীতে যাতায়াত কোর'ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত নরোত্তম নামক একটি যুবকই তাঁদের সকলের প্রশ্রয়লাভ কোরেছিল। এই অবস্থায় নরোত্তম ও মালতীর অবাধ মেলামেশার ফলে তাদের ছ'জনের মনেই দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে, অচিরে নিশ্চয়ই তারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবে। এমন সময় মা মহামায়া বেঁকে বসলেন। নিজে তিনি কথায়-বার্তায়, আচারে-ব্যবহারে অতি-আধুনিক সাজ্জ্বার চেষ্টা কোর'লেও এই অতি-আধুনিক নরোত্তমের অতিশয় খোলাখুলি কথা, কায়দা-দোরস্ত ভাব তাঁর অসহ্য লাগল এবং তিনি আভাষে ইঙ্গিতে আপত্তি তুলতে লাগলেন। কিন্তু কন্যা মায়ের এভাব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। উপায়ন্তর না দেখে মহামায়া দরোয়ানের উপর আদেশ জারি কোর'লেন—নরোত্তমকে যেন বাড়ী ঢুকতে না দেওয়া হয়।

ঠিক এই সময় একদিন মালতী নরোত্তমের সঙ্গে লেকে বেড়াতে যায় এবং ফিরবার পথে সে নরোত্তমকে চায়ের নেমস্তন্ন করে। গেটে ঢুকবার



মহামায়া—দেববালা

সময় নরোত্তম পাঁড়েজির কাছে বাধা পেল কিন্তু তাকে এক ধাক্কায় কুপোকাৎ কোরে ভেতরে প্রবেশ কোরল। মহামায়া এই ব্যাপার দেখে রেগে আগুন! ভুবনবাবু অতি কষ্টে তাঁকে শান্ত কোরে নরোত্তমের প্রতি তাঁর এই অহেতুক রাগের কারণ কী জিজ্ঞাসা কোরলেন। কোন যুক্তি না পেয়ে জেরায় পড়ে মহামায়া বলে ফেললেন—“অমন চোয়াড়ে জামাই আমি চাই না।”

এদিকে মহামায়া কন্যার উপযুক্ত পাত্রের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। সেই অনুসারে চারজন ব্যক্তিকে মহামায়া মনোনীত কোরে স্বয়ং তাঁদের সাক্ষাৎ করবার জন্য ডাকলেন—প্রথম একজন ব্যারিষ্টার, দ্বিতীয় এক কবি, তৃতীয় জনৈক সিনেমা বিশেষজ্ঞ এবং চতুর্থ নারায়ণ দাশগুপ্ত নামে এক প্রাচীন-পন্থী-যুবক। এদের মধ্যে ‘মালা-বদল’ কার সঙ্গে হ’ল পর্দায় তা’ দেখে আপনি অপার আনন্দ পাবেন।

ফুলীত

তোমারে ভুলিব বলে যত করি অভিমান ।
তোমার স্মৃতির-কাঁটা তত হৃদে হানে বাণশু ॥
ভোলার ভাবনা লয়ে, গেল মোর দিন বয়ে
সব ভুলে দেখি শেষে, জপিতেছি তব নাম ॥
বুকের শণিতে মোর মিশায়ে নয়ন-লোর
আঁকিনু যে ছবি তাহা হ'লোনা হবেনা ম্লান ॥
—“মালতী”

আমার প্রাণের ফুলবাগানে
তুমি সখী ফুলরাণী
বাকুল এ মন-মৌমাছি মোর
সেথায় মধু-সন্ধানী ॥
রূপকুমারী তোমার রূপে
আমার মনে চুপে চুপে
জ্বাল্লে আলো (তাইতো ভাল)
• তোমার রূপের গুণ জানি ॥
অরুণ রাঙ্গা ভোরের আলোয়
তোমার হাসির পরশ লাগে
জ্যোছনা ধারায় তারায় তারায়
তোমার রূপের স্বপন জাগে ।
আমার হিয়া তোমায় ঘিরে
গুঞ্জরিয়া সদাই ফিরে
তোমার তরে রইলো পাতা
আমার বুকের ফুলদানী ॥
—“সন্ধ্যা”

স্ব হইতে ব্যারিষ্টার—এন্স ব্যানার্জি । কবি—নরেশ বসু ।
বিশেষজ্ঞ—জয়নারায়ণ মুখার্জি । অর্কেন্দু মুখার্জি (নরোত্তম)

প্রথম নিবেদন

পরিচালক :

সুকুমার দাসগুপ্ত

প্রধান শব্দযন্ত্রী :

মধু শীল

আলোক চিত্রী :

ননী সান্যাল

সঙ্গীত পরিচালক :

ভীষ্মদেব চ্যাটার্জি

সুরশিল্পী :

কুমার শচীন দেব বর্মাণ

শিল্প-নির্দেশ :

পরেশ বসু

ভূমিকায় :

ধীরাজ,

শৈলেন,

মণি বর্মা,

রাজলক্ষ্মী,

হেম সেন

মেনকা

অরুণা

ভবানী

সত্য

দেববালা

নবদ্বীপ

রা

জ

গী

* *

শ্রীতে

আগতপ্রায়

* *

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নূতন ধরণের 'কমেডি'

সর্বজনীন বিবাহোৎসব

কালী

ফিল্মসের

অনুপম

অর্ঘ্য

ভূমিকায় : জীবন গাঙ্গুলী,

ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, জহর গাঙ্গুলী,

সীতা, রেখা, রেবা চ্যাটার্জি,

রাণীবালা, প্রভৃতি।

পরিচালক : সতু সেন

সর্বজনীন বিবাহোৎসব

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ও হাস্যরসে সমুজ্জ্বল

অন্যান্য চিত্রাবলী

কালী ফিল্মস্

সাবিত্রী
বিল্বমঙ্গল
ঋণযুক্তি বা নরমেধ যজ্ঞ
তরুণী ও মণিকাঞ্চন (১ম)
তুলসীদাস
পাতাল পুরী
বিরহ
বিদ্যাসুন্দর ও মণিকাঞ্চন (২য়)
প্রফুল্ল
কাল পরিণয়
অন্নপূর্ণার মন্দির ও ভোট-ভণ্ডুল
হারানিধি
যুক্তিস্থান

চন্দ্র ফিল্মস্ কোং
পরপারে

পপুলার পিকচার্স

মন্ত্রশক্তি

আবর্তন ছাপি ক্লাব

পণ্ডিত মশাই

পায়োনীর ফিল্মস্

মা

দেবদাসী

তরুবালা

ডি, জি, টকিজ

দ্বীপান্তর

ফাষ্ট গ্রাশানাল পিকচার্স

সরলা

কোয়ালিটি পিকচার্স

ব্যথার দান ও জোয়ার ভাটা

—আসিতেছে—

কালী ফিল্মস্

সর্বজনীন বিবাহোৎসব

চিত্র পরিবেশক—

রীতেন এণ্ড কোং

৬৮নং ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন :—কলিকাতা ১০২২-২৩

টেলিগ্রাম :—FILMASERV.

বিনয়ন (এডভার্টাইজিং কনসালট্যান্ট) ১৬।১এ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত ও সর্বজনীন
সংরক্ষিত এবং ১৮নং বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীটস্থ ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে গোষ্ঠীবিহারী দে কর্তৃক মুদ্রিত।